অর্থ ব্যাখ্যার মূল নীতিগুলি

প্রথম পাঠের একটি অংশে আপনি শাস্ত্র বুঝবার জন্য প্রয়োজনীয় কয়েকটি প্রধান বিষয়ের পরিচয় পেয়েছেন। দ্বিতীয় পাঠে আপনি জেনেছেন যে, অর্থব্যাখ্যা হোল বাইবেল অধ্যয়নের ছয়টি মৌলিক ধাপের দ্বিতীয় ধাপ। পর্যবেক্ষণ করে আপনি কতগুলি তথ্য বা খবর পান, তারপর, আপনি ঐ তথ্যগুলির অর্থ বের করেন।

অর্থব্যাখ্যার কয়েকটি প্রধান বিষয় নিয়ে আলোচনা করাই এই পাঠের লক্ষ্য। খ্রীষ্টিয় বিশ্বাস ও মতবাদের অধিকাংশ বিষয়ই আমরা অর্থ ব্যাখ্যার মধ্যে দিয়ে পেয়েছি। মতবাদ কি? এটা এত প্রয়োজনীয় কেন? শিখবার ব্যাপারে অর্থব্যাখ্যা এত প্রয়োজনীয় কেন? আমরা এই প্রশ্নগুলির বিস্তারিত উত্তর খোঁজ করব।

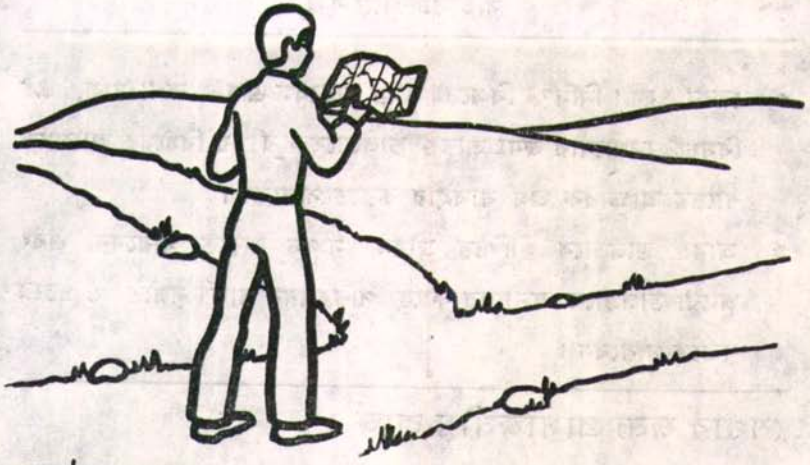

পাঠের খসড়া

মতবাদের প্রয়োজনীয়তা

আক্ষরিক অর্থ

বাইবেলের অখণ্ডতা

নূতন নিয়ম পুরাতন নিয়মকে প্রকাশ করে।

শাস্ত্রাংশ ব্যাখ্যায় পূর্বাপর বিষয়ঃ "প্রমান পদ" ব্যবহারে সাবধানতা,

একমাত্র পবিত্র শাস্ত্রেই ঈশ্বরীয় সত্য প্রকাশিত।

মতবাদগত সত্য নির্ণয়

একমাত্র সেই শাস্ত্রাংগুলি থেকে, যেগুলি সকল মানুষের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা ব্যক্ত করে।

একমাত্র শাস্ত্রীয় শিক্ষাই বিবেকের উপর সরাসরি কর্তৃত্বের দাবি রাখে।

শাস্ত্রের বাস্তবধর্মিতা

ঈশ্বরীয় জ্যোতির প্রতি আমাদের দায়িত্ব।

পাঠের লক্ষগুলি ঃ

এই পাঠ শেষ করলে পর আপনি—

* বাইবেলের মতবাদ কি তা বলতে পারবেন, এবং বাইবেলের অন্যান্য সত্যের থেকে কিভাবে এগুলি পৃথক করা হয়েছে তা বর্ণনা করতে পারবেন।

* কোন একটা নির্দিষ্ট বিষয়ে সমগ্র বাইবেল একই কথা বলে, এই বিষয়টি দেখানোর জন্য আরও ভালভাবে পূর্বাপর বিষয়ের আলোতে শাস্ত্রের আক্ষরিক অর্থ ব্যবহার করতে পারবেন।
* আরও ভালভাবে খ্রীষ্টিয় জীবন যাপন করতে পারবেন, এবং আরো ভালভাবে অন্যদের কাছে পরিত্রানের বার্তা বলতে ও প্রচার করতে পারবেন।

শেখার জন্য প্রয়োজনীয় কাজ ঃ

১। এই পাঠের ভুমিকা, পাঠের খসড়া এবং লক্ষ্যগুলি পড়ুন।

২। মূল শব্দগুলি দেখুন। যেগুলির অর্থ আপনি বুঝতে পারেন না, পরিভাষা থেকে সেগুলির অর্থ জেনে নিন।

৩। পাঠের মধ্যকার প্রশ্নগুলির উত্তর লিখুন। বইয়ে দেওয়া উত্তর-গুলির সংগে আপনার উত্তর মিলিয়ে দেখবেন।

৪। এই পাঠে আপনার নোট খাতা ব্যবহার করতে হবে না। তবে, সময় পেলে অন্য একটা শাস্ত্রাংশ ব্যবহার করে প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতি অভ্যাস করলে খুব উপকার হবে। দ্বিতীয় পাঠে আপনি এ বিষয়ে শিখেছেন। আপনি যে সব উপায় বা পদ্ধতি শিখেছেন সেগুলি যত বেশী ব্যবহার করবেন সেগুলির উপর আপনার দখলও তত বেড়ে যাবে। তাই, অধ্যয়নের জন্য বাইবেলের একটা ছোট অংশ, একটা অধ্যায়, অথবা একটা সম্পূর্ণ বই বেছে নিয়ে পদ্ধতিগুলি অভ্যাস করুন।

৫। পাঠ শেষ করে পরীক্ষা নিন।

মূল শব্দাবলী

গৌণ বিকৃত

বাস্তবধর্মিতা ধর্মতত্ত্ব

পাঠের বিস্তারিত বিবরন ঃ

মতবাদের প্রয়োজনীয়তা ঃ

লক্ষ্য-১ ঃ 'মতবাদ' ও 'ধর্মতত্ত্ব' শব্দ দুটি আমরা সাধারণত যে অর্থে ব্যবহার করি, তা বুঝিয়ে বলা।

আমরা "মতবাদ" বলতে বাইবেলের মতবাদ বুঝিয়েছি। মতবাদ হোল "খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসের সার বা আসল বিষয়"। এর সাথে ধর্মতত্ত্বের খুবই মিল আছে। ধর্মতত্ত্ব আমাদের জন্য ঈশ্বরের বিষয় অধ্যয়ন এবং মানুষের সাথে ও এই জগতের সাথে তাঁর যে সম্পর্ক আছে, সেই সম্পর্কের বিষয় অধ্যয়ন। "খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসের সমস্ত শিক্ষাই মতবাদ ও ধর্মতত্ত্বের মধ্যে পাওয়া যাবে।

এই বিষয়গুলি অধ্যয়ন করতে সারা জীবন প্রয়োজন। তাই মতবাদ শিক্ষা দেওয়া এই পাঠের প্রধান উদ্দেশ্য নয়। মতবাদ কি, তাই কেবল আপনাকে বলা হবে, আর এর প্রয়োজন সম্পর্কে আপনাকে একটা ধারনা দেওয়া হবে। যীশু বলেছেন যে, ঈশ্বরের নিকট থেকেই তিনি তাঁর মতবাদ পেয়েছেন। "আমি যে শিক্ষা দিই তা আমার নিজের নয়, কিন্তু যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তারই। যদি কেউ তাঁর ইচ্ছা পালন করতে চায় তবে সে বুঝতে পারবে যে, এই শিক্ষা ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে, না আমি নিজ থেকে বলছি" (যোহন ৭ ঃ ১৬-১৭ পদ)।

তীমথিয়ের কাছে প্রেরিত পৌল যে চিঠি লিখেছেন, তাতে তিনি শাস্ত্রের ব্যবহার সম্বন্ধেও লিখেছেন (২ তীমথিয় ৩ ঃ ১৬-১৭ পদ)। তার দেওয়া তালিকার একেবারে প্রথমেই তিনি বলেছেন যে, শাস্ত্র-বাক্য ঈশ্বরের সত্য শিক্ষার জন্য দরকার। এ থেকে আমরা মতবাদের প্রয়োজন বুঝতে পারি। ঈশ্বরের সত্যই হোল খাটি মতবাদ, কারণ, তা ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে (যোহন ১৪ ঃ ৬ পদ)। আপনার কাজ হোল, কেবল মাত্র 'সত্য' বিশ্বাস করা ও তা অন্যদের কাছে বলা।

১। বা পাশে ডান পাশের বিষয়গুলির মানে দেওয়া হয়েছে। এদের মধ্যে মিল দেখান—

—ক) খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসের সার এবং আসল বিষয়। ১। ধর্মতত্ত্ব
—খ) ঈশ্বরের বিষয় অধ্যয়ন, এবং মানুষের সাথে ও এই জগতের সাথে তাঁর যে সম্পর্ক সেই সম্পর্কের বিষয় অধ্যয়ন। ২। শাস্ত্রের ব্যবহার ৩। মতবাদ
—গ) ঈশ্বরের সত্য শিক্ষা দেওয়া।

মতবাদ এবং ধর্মতত্ত্ব প্রয়োজনীয়। কারণ ঈশ্বর এবং তাঁর পরিকল্পনা সম্বন্ধে আপনি যা কিছু বিশ্বাস করেন, তার উপরই নির্ভর করে আপনার মতামত ও আপনার সম্পর্ক। এক কথায় আপনার সম্পূর্ণ জীবন। প্রেরিত পৌল ঈশ্বরের সত্যের প্রতি বাধ্যতার জন্য রোমীয় খ্রীষ্টিয়ানদের প্রশংসা করেছেন ঃ "কারণ যদিও তোমরা পাপের দাস ছিলে, তবুও যে শিক্ষা তোমরা গ্রহণ করেছ, সমস্ত অন্তর দিয়ে তার বাধ্য হয়েছ" (রোমীয় ৬ ঃ ১৭ পদ)।

আপনি যখন বাইবেল পড়তে আসেন, তখন, আপনার ইচ্ছা শক্তি এবং আপনার হৃদয় নিয়ে আসেন। বাইবেল বুঝবার জন্য এগুলিই আপনার সম্পত্তি। ঈশ্বরও তার সম্পত্তি আপনার কাছে নিয়ে আসেন। বাইবেলে তিনি যে বাক্য দিয়েছেন তা যেন আপনি বুঝতে পারেন, সেজন্য তিনি আপনাকে তাঁর পবিত্র আত্মা দিয়েছেন।

যদি তাই হয়, তবে জগতে এত মিথ্যা মতবাদ কেন? এর অনেক কারণ আছে। আমাদের উচিত ঈশ্বরের বাধ্য হওয়া, কিন্তু এই ব্যাপারে অনেকে বিপথে চলে যায়। তারা ভুল পথে বাইবেল ব্যবহার করে। আমি একজন লোককে জানতাম, সে বলেছিল, "আমি যীশুকে একজন মহান শিক্ষাগুরু বলে বিশ্বাস করি। আমি তার পর্বতে দেওয়া উপদেশগুলি মেনে চলি।" কিন্তু এই লোকটি নতুন জন্ম প্রাপ্ত খ্রীষ্টিয়ান ছিল না। সে যীশুকে জগতের ত্রাণকর্তা বলে বিশ্বাস করতো না। যীশু সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনিই জগতের ত্রাণকর্তা, ঈশ্বরের একমাত্র প্রিয় পুত্র। অথচ সেই লোকটি এ বিষয় নিয়ে কোন চিন্তাই করেনি। ঐ বিষয় যদি যীশু সত্য কথা না বলে থাকেন, তবে আপনি তাঁর অন্য কোন কথাই বিশ্বাস করতে পারেন না। যীশু যদি আপনার হৃদয়ে থাকেন তবেই তাঁর পর্বতের উপরে দেওয়া উপদেশ (মথি ৫-৭ অধ্যায়) মেনে সেই মত জীবন যাপন করা যায়।

স্বেচ্ছাকৃতভাবে শাস্ত্রকে বিকৃত করার দ্বারাই মিথ্যা মতবাদগুলি তৈরী হয়। পুরাতন নিয়মের মালাখি বইয়ে ঈশ্বর ধর্মযাজকদের নিন্দা করেছেন, কারণ, তারা লোকদের মিথ্যা মতবাদ বা ভুল শিক্ষা দিচ্ছিল (মালাখি ২ঃ ৮ পদ)। নূতন নিয়মে প্রেরিত পৌল বার বার তীমথিয়কে সতর্ক করে দিয়েছেন, যেন সে গভীর যত্নের সাথে ঈশ্বরের সত্য (মতবাদ) রক্ষা করে।

২। পড়ুন, ১ তীমথিয় ৬ঃ ৩-৫ পদ। এই পদগুলি থেকে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।

ক) যে লোক মিথ্যা (বা ভুল) শিক্ষা দেয় এবং যীশুর বাক্য মানে না, তার সম্বন্ধে কোন তিনটি কথা বলা যায়? .....

.....

খ) এই প্রকার লোক ধর্ম বিশ্বাসকে কিরূপ মনে করে।

.....

অনেক সময় মণ্ডলীতেই ভুল শিক্ষা বা মতবাদ থাকে। এটা খুবই বিপদজনক। পবিত্র আত্মা যদিও আমাদের বুঝতে সাহায্য করেন, কিন্তু ঈশ্বরের সন্তানদের মধ্যে অনেকে অলস ও অসতর্ক। তারা ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়ন করতে চায়না। যারা বাইবেল অধ্যয়ন করেনা, তারাই সহজে ভণ্ড শিক্ষকদের কবলে চলে যায়। তারা যা শুনতে ভালবাসে ভণ্ড শিক্ষকরা তাই বলে, ঈশ্বরের সত্য তারা বলে না। অলস মন এবং অসতর্কভাব পবিত্র আত্মার কাজে বাধা দেয়। আপনার জ্ঞান বুদ্ধির মধ্যে দিয়েই পবিত্র আত্মাকে কাজ করতে হয়। যোগাযোগের জন্য দুই পক্ষ দরকার। যার কাছে প্রকাশ করা হবে, সেই রকম উপযুক্ত লোক না থাকলে ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ করতে পারেন না। তিনি এমন একজন লোক চান, যিনি ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ করবার জন্য ইচ্ছুক বা সচেষ্ট। প্রেরিত পৌল ইফিষের খ্রীষ্টিয়ানদের বলেছেন, "তখন আমরা আর শিশুর মত থাকব না। লোকে দুষ্ট বুদ্ধি খাটিয়ে অন্যদের ভুল পথে নিয়ে যাবার জন্য যে ভুল

শিক্ষা দেয়, সেই ভুল শিক্ষার মধ্যে আমরা বাতাসে দুলে ওঠা ঢেউয়ের মত এদিকে সেদিকে দুলতে থাকব না" (ইফিষীয় ৪ ঃ ১৪ পদ)।

যে খ্রীষ্টিয়ানরা ঈশ্বরের সত্য বুঝবার ব্যাপারে সত্যি আগ্রহী তাদের অর্থব্যাখ্যা, ধর্মতত্ত্ব ও মতবাদ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির ব্যাপারে হালকাভাবে চিন্তা করলে হবে না। তৃতীয় এবং চতুর্থ পাঠে কতগুলি নীতি দেওয়া হয়েছে, যেন ১ থিষলনীকীয় ৫ ঃ ২১ পদে পৌল যা করতে বলেছেন তা আপনি করতে পারেন। "সব কিছু যাচাই করে দেখো। যা ভাল তা ধরে রেখো। "অধ্যয়নের সময় যে সব চিন্তা আপনার মনে আসে সেগুলি বিচার করে দেখতে হবে। এই চিন্তা বা ধারনাগুলি কি ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে, না এগুলি আপনার নিজের মন থেকে? আপনার চিন্তা বা ধারণাগুলি যাচাই করে দেখতে হবে। অর্থব্যাখ্যার নীতিগুলি দিয়ে আসলে চিন্তা বা ধারনাগুলি যাচাই করা হয় এবং ভুল ধারনাগুলিকে দুর করে দেওয়া হয়। এই কাজ কেবলমাত্র একজন পরিত্রাণ প্রাপ্ত, সৎ ও পরিশ্রমী লোকের পক্ষে সম্ভব, যিনি তার সব চেয়ে ভাল বিচার বিবেচনা ব্যবহার করবেন ও পবিত্র আত্মা এই বিচার বিবেচনার উপরে সাহায্য দিয়ে ঈশ্বরের সত্যগুলি প্রকাশ করবেন।

আক্ষরিক অর্থ ঃ

লক্ষ্য-২ ঃ আক্ষরিক অর্থের মানে ও তার প্রয়োজনীয়তার বিষয় বর্ণনা করতে পারা।

আক্ষরিক অর্থ হোল ভাষার সাধারণ বা স্বাভাবিক ব্যবহার দ্বারা যে অর্থ বোঝা যায় তাই। এটা হোল, শব্দগুলির সাধারণ ভাব। আলংকারিক বা রূপক ভাষা হোল, একটা জিনিষের মধ্য দিয়ে অন্য একটা জিনিষ প্রকাশ করা। এটা মনের মধ্যে একটা ছবি ফুটিয়ে তোলে, যা অন্যরকম ধারনা দেয়।

ভাষা একটি জটিল ও পরিবর্তনশীল জিনিষ। অনেক বছর ধরে ব্যবহার করলে শব্দগুলির অর্থের সংগে আরো কিছু অর্থ যোগ হয়। যদি বলা হয়, বাইবেলকে অবশ্যই এর আক্ষরিক অর্থে বুঝতে হবে, তবে তার মানে ছাত্রকে যে একটা ধরাবাধা কাঠামোর মধ্যে ফেলা হোল তা নয়। "আপনি কেবল একটি পথেই এই শব্দটির অর্থ করতে পারেন"-এইরূপ বলা তা নয়। আপনাকে কোথাও না কোথাও আরম্ভ করতে হবে। এই আরম্ভ করবার ধাপটি হবে স্বাভাবিক। এতে শব্দগুলিকে তাদের সাধারণ অর্থে ধরে নিতে হয়। বাইবেলে আলংকারিক বা রূপক ভাষাও ব্যবহার করা হয়েছে। চতুর্থ পাঠে এ সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে। কিন্তু আলংকারিক বা রূপক ভাষার অর্থও শব্দগুলির আক্ষরিক অর্থের উপরই নির্ভর করে। যীশু শিক্ষা দেবার জন্য প্রায়ই আলংকারিক বা রূপক ভাষা ব্যবহার করেছেন।

৬। নীচের যে বাক্যগুলি সত্য, সেগুলির বা পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

ক) আক্ষরিক এবং আলংকারিক বা রূপক ভাষা, ঠিক একই জিনিষ বুঝায়।

খ) আলংকারিক বা রূপক ভাষার অথ প্রকাশের জন্য শব্দগুলির আক্ষরিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন।

গ) আক্ষরিক অর্থ হোল, ভাষার স্বাভাবিক ও সাধারণ ব্যবহার।

৪। যীশুর বলা শ্যামা ঘাসের দৃষ্টান্তটি (মথি ১৩ ঃ ২৪-৩০ পদ) এবং এর ব্যাখ্যা (মথি ১৩ ঃ ৩৬-৪৩ পদ) পড়ুন। তারপর, নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।

ক) নিজেকে বুঝানোর জন্য যীশু কোন শব্দগুলি ব্যবহার করেছেন?

.....

খ) জগতকে বুঝানোর জন্য যীশু কোন শব্দগুলি ব্যবহার করেছেন?

.....

গ) কোন কথাটির দ্বারা ঈশ্বরের রাজ্যের লোকদের বুঝানো হয়েছে ?

.....

ঘ) কোন শব্দের দ্বারা শয়তানের লোকদের বুঝানো হয়েছে ?

.....

আলংকারিক বা রূপক ভাষা কিভাবে ব্যবহৃত হয়, এই প্রশ্নগুলি থেকে আপনি তা বুঝতে পারবেন। (আলংকারিক বা রূপক ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে, এমন একটা শাস্ত্রাংশ বেছে নিয়ে, কতগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে এই বিষয় অভ্যাস করতে পারেন ও আপনার নোট খাতায় এগুলি লিখে রাখতে পারেন।) যীশু কিসের ইংগিত করেছেন তা জানার জন্য "বীজ" শব্দটির আক্ষরিক মানে বুঝা একান্তই দরকার। পড়ায়, সব সময়ই এই নিয়ম রক্ষা করে চলা হয়। যে কথা বলছে ও যে তার কথা শুনছে বা পড়ছে সে যেন তা বুঝতে পারে। ঈশ্বরও তাই চান। তিনি আপনার কাছ থেকে তার বাক্য লুকাতে চান না, তিনি বরং তা প্রকাশ করতে চান। তাই, আপনাকে শাস্ত্রের মধ্যে রহস্যময় কোন গোপন তথ্য খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে হবে না। যদি শাস্ত্রের মধ্যে গুপ্তকথা থাকতো, তাহলে আমরা কিছুই বুঝতে পারতাম না, সবটাই গোলমেলে ব্যাপার হোত। লোকেরা অনেক চিন্তা-ভাবনা করেও সঠিক কিছু জানতে পারত না। শব্দগুলিকে তাদের সাধারণ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে কিনা, তার দ্বারাও যে কোন সত্য বা বিশ্বাসকে পরীক্ষা করতে হবে।

৫। আক্ষরিক অথবা আলংকারীক শব্দটি দিয়ে নীচের শূণ্য-স্থানগুলি পূরণ করুন।

ক) বাইবেলের.....অর্থ দেখতে হবে, নতুবা এর ঠিক অর্থ জানা যাবে না।

খ) যীশু শিক্ষা দেবার জন্য প্রায়ই.....ভাষা ব্যবহার করেছেন।

গ) শাস্ত্রের মধ্যে আপনাকে রহস্যময় কোন গোপন তথ্য খোঁজ করতে হবে না, করান ঈশ্বর তাঁর বাক্যের মধ্যে স্বাভাবিক বা .....ভাবে কথা বলেন।

বাইবেলের অখণ্ডতা ঃ

লক্ষ্য-৩ ঃ বাইবেলকে একটি অখণ্ড বই হিসাবে ব্যবহার করবার সাথে জড়িত তিনটি নীতি বর্ণনা করতে পারা।

নূতন নিয়ম পুরাতন নিয়মকে প্রকাশ করে ঃ

নূতন নিয়মে ঈশ্বর যেভাবে নিজেকে প্রকাশ করেছেন তার দ্বারা যে কোন সত্য বা বিশ্বাসকে পরীক্ষা করতে হবে। পুরাতন নিয়ম নূতন নিয়মের শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করেছে। প্রথম পাঠে আপনি "ধারাবাহিক প্রকাশ" সম্পর্কে পড়েছেন। আপনার মনে আছে যে মানুষের বুঝবার ক্ষমতা খুবই কম। তার পাপ ও মন্দ স্বভাবের জন্য ঈশ্বর একবারে কেবল অল্প একটু করে সত্য প্রকাশ করতে পেরেছেন।

যীশু বলেছেন, (মথি ৫ ঃ ১৭ পদ) "একথা মনে কোর না, আমি মোশির আইন কানুন আর নবীদের লেখা বাতিল করতে এসেছি। আমি সেগুলো বাতিল করতে আসিনি বরং পূর্ণ করতে এসেছি।" নূতন নিয়মে ঈশ্বর নিজেকে উদ্ধারকর্তা বা পরিত্রাণকারী রূপে প্রকাশ করেছেন। এটা মানুষের কাছে ঈশ্বরের আত্ম প্রকাশের সব চেয়ে বড় বিষয়। নূতন নিয়মের এই সর্বশ্রেষ্ঠ আত্ম প্রকাশের আলোকেই পুরাতন নিয়মের সমস্ত শিক্ষার বিচার করতে হবে।

৬। আপনার বাইবেলে লেবীয় ১১ ঃ ১-২৩ পদ পড়ুন। এই জায়গা গুলির মধ্যে কোন্ শিক্ষাটি সত্য এবং কেন, তা আপনার নোট খাতায় ব্যাখ্যা করে লিখুন।

শাস্ত্রাংশ ব্যাখ্যায় পূর্বাপর বিষয়ঃ "প্রমান-পদ" ব্যবহারে সাবধানতা

অনুচ্ছেদ, অধ্যায়, বই এবং সমগ্র বাইবেলের আলোকে একটা বিশেষ শাস্ত্রাংশের অর্থ বের করতে হবে এবং সেই অর্থ দিয়ে, যে কোন সত্য বা বিশ্বাসের পরিক্ষা করতে হবে।

"প্রমান পদ" বলতে এমন একটা পদ বুঝায়, যা কোন একটা ধারনা বা মতবাদগত বিশ্বাস প্রমানের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। যে পদটি আপনি ব্যবহার করবেন, সেটির সঠিক অর্থ জেনে নিয়ে তবেই সেটিকে প্রমান পদ হিসাবে ব্যবহার করা যায়। যেমন ৬ নম্বর প্রশ্নে-সব খাবারই খাওয়া যেতে পারে- এই মতের জন্য মার্ক ৭ঃ ১৭-১৯ পদকে প্রমান পদ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এই মতের সংগে মিল আছে এমন আর একটি শাস্ত্রাংশ হোল প্রেরিত ১০ঃ ৯-১৫ পদ। মার্কের বইয়ের ঐ অংশটি যে যীশুর শিক্ষা, ১৯ পদে মার্কের দেওয়া মন্তব্য থেকে, তা বুঝা যায়। প্রেরিত বইয়ের ঐ অংশটিতে পিতরের দর্শনের কথা বলা হয়েছে। তিনি একটা চাদরের মধ্যে সব রকম পশু- পাখী আকাশ থেকে নেমে আসতে দেখেছিলেন। এটাও একই শিক্ষা দেয়, কিন্তু এখানে এটা একটা উদাহরণ মাত্র। আপনি সবটা অধ্যায় (পূর্বাপর বিষয়) পড়লে এর প্রধান শিক্ষাটি পাবেন। তা হোল, পিতরকে অযিহুদীদেরও গ্রহন করতে হবে। তাদের কাছে সুখবর প্রচারে তিনি যেন ভয় না করেন। খাবারের কথা এখানে আসল বিষয় নয়।

গত পাঠের চিন্তামূলক প্রশ্নগুলির নীচে যুক্তিমূলক প্রশ্নের কথা মনে করুন "কেন একথা বলা হয়েছে? এবং" একথা কেন এখানে বলা হয়েছে? "সব জায়গার সব বিশ্বাসীদের একমত হতে হবে এমন কোন একটা মতবাদ অথবা চিরস্থায়ী নীতি স্থির করবার সময় এই প্রশ্নগুলির প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী, যে কোন শাস্ত্রাংশকে তার পূর্বাপর বিষয়ের ভিত্তিতেই বুঝতে হবে, ও অন্যান্য শাস্ত্রাংশের সাথেও তুলনা করে দেখতে হবে।

৭। ১ থিষলনীকীয় ৫ঃ ১৯-২২ পদ পড়ুন! এই অংশের মধ্যে একটা সম্পূর্ণ চিন্তা বা ভাবধারা আছে। ১৯-২০ পদ বিশেষভাবে লক্ষ্য করুন।

ক) ৫ঃ ১৯-২০ পদে কোন্ প্রধান বিষয়টি আলোচিত হয়েছে ?

.....

খ) এই প্রধান বিষয়টির আলোকে এখানে কোন্ ধরনের "মন্দ" বিষয়ের ইংগিত করা হয়েছে (২২ পদ) ?

কোন কিছু করা উচিত কিনা, তা "প্রমান" করবার জন্য প্রায়ই প্রথম খিষলনীকীয় ৫ঃ ২২ পদ ব্যবহার করা হয়। নূতন নিয়মে আরো অনেক পদ আছে, যেগুলি বিশেষ বিশেষ মন্দ কাজ করতে নিষেধ করে। আমার মনে হয় এই পদটি হোল মণ্ডলীতে পবিত্র আত্মার দানগুলি কিভাবে ব্যবহার করা হয়, তা বিচার করা সম্পর্কে। নূতন নিয়ম আমাদের পবিত্র ও সম্পূর্ণ ভিন্ন জীবন যাপন করতে শিক্ষা দেয়। এ বিষয়ে একটা ভাল প্রমান পদ হোল কলসীয় ৩ঃ ৫-৬ পদ। এখানে এ সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ও বিশেষ নির্দেশ আছে। একমাত্র পবিত্র শাস্ত্রেই ঈশ্বরীয় সত্য প্রকাশিত।

এবার কোন একটি সত্য বা বিশ্বাস সম্পর্কে আমাদের কথা খানিকটা ভিন্ন ধরনের। একমাত্র শাস্ত্র থেকেই আমাদের বিশ্বাসের সূত্র নিতে হবে।

আমরা মানুষের কয়েক হাজার বছরের ইতিহাস জানি। এই সময়ের মধ্যে মানুষ অনেক নূতন নূতন চিন্তা ধারার জন্ম দিয়েছে। একই সংগে মানুষ তার চার পাশের যাবতীয় বিষয় দেখে সেগুলির উপযুক্ত ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে অনেক ভুল ধারণারও জন্ম দিয়েছে। মানুষ নিজের অনুপ্রেরনার বশবর্ত্তী হয়ে যা কিছু লিখেছে, তার উপর খ্রীষ্টিয় মতবাদের ভিত্তি হতে পারে না। সব রকম খ্রীষ্টিয় মতবাদ ও ধর্মতত্ত্ব একমাত্র বাইবেল থেকেই আসতে পারে। আপনি যদি সঠিক ভাবে শাস্ত্র বুঝতে চান, তবেই আপনি ঈশ্বরের সত্য জানতে পারেন।

একমাত্র বাইবেল ছাড়া অন্য কোথাও থেকে খ্রীষ্টিয় মতবাদ আসতে পারে না। তেমনি, বাইবেল পরিস্কার ভাবে যা বলে, তাকে ডিংগিয়েও যেতে পারে না। অনেক প্রশ্নের উত্তর বাইবেলে নেই। আপনার অনেক প্রশ্ন থাকতে পারে, কিন্তু ঈশ্বর যা কিছু আপনাকে জানাতে চান, সেগুলিই বাইবেলে আছে। দরকারী বিষয়গুলি তিনি

বাইবেলে দিয়েছেন। তিনি চান, বাইবেলে যা কিছু আছে, তা আপনি অধ্যয়ন করে জেনে নেন। বিশ্বাসীর জীবন হোল বিশ্বাসের জীবন। রোমীয় ৮ ঃ ২৫ পদ বিশ্বাসীদের ভবিষ্যত আশার বিষয় বলে, "যা পাওয়া হয়নি তার জন্য যদি আমাদের আশা থাকে, তবে তার জন্য আমরা ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষাও করি। "পবিত্র শাস্ত্রের মধ্যে কোন কোন বিষয় দেওয়া আর কোন কোন বিষয় না দেওয়ার পেছনে ঈশ্বরের নিজস্ব কারণ আছে। অনুমানের দ্বারা খাঁটি মতবাদ তৈরী করা যায় না।

সম্ভবত আপনাকে মণ্ডলীর জন্য মতবাদ তৈরী করে দিতে হবে না। কিন্তু বাইবেলের প্রত্যেক ছাত্রই তার নিজের জন্য একটি বিশ্বাসের ভিত্তি রচনা করবেন ও তা অন্যদের কাছে প্রচার করবেন। মনে রাখবেন যে একমাত্র বাইবেল থেকেই মতবাদ আসে, আর ঐ মতবাদ বাইবেলকে ডিংগিয়ে যেতে পারে না।

৮। কোন্ শাস্ত্রাংশ (ডান পাশে) কোন্ নীতির (বা পাশে) কথা বলে তা দেখান।

...ক) নূতন নিয়ম পুরাতন নিয়মকে প্রকাশ করে।	১। "যা পাওয়া হয়নি তার জন্য যদি আমাদের আশা থাকে, তবে তার জন্য আমরা ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষাও করি" (রোমীয় ৮ ঃ ২৫ পদ)।
...খ) শাস্ত্রের পূর্বাপর বিষয়	২। "একথা মনে করোনা, আমি মোশির আইন কানুন আর নবীদের লেখা বাতিল করতে এসেছি। আমি সেগুলো বাতিল করতে আসিনি বরং পূর্ণ করতে এসেছি" (মথি ৫ ঃ ১৭ পদ)।
...গ) একমাত্র পবিত্র শাস্ত্রেই ঈশ্বরীয় সত্য প্রকাশিত।	৩। "বাইরে থেকে যা মানুষের ভিতরে ঢোকে তা তাকে অশুচী করতে পারে না" (মার্ক ৭ ঃ ১৮ পদ)।

মতবাদগত সত্য নির্ণয় ঃ

লক্ষ্য ৪ ঃ দু'টি সাধারণ নীতি ব্যাখ্যা করতে পারা, পবিত্র শাস্ত্রে মতবাদগত সত্য চিনবার একটি নীতি, এবং খ্রীষ্টিয় আচরনের একটি নীতি।

একমাত্র সেই শাস্ত্রাংশগুলি থেকে যেগুলি সকল মানুষের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা ব্যক্ত করে।

বাইবেলের সবই ঈশ্বরের বাক্য। এর সবই সত্য। সবই আমাদের জন্য উপকারী। কিন্তু সব কিছু একই ভাবে আমাদের উপকারে আসে না। মতবাদ নির্ণয় করা মানে এই নয় যে, বাইবেলের কোন কোন বিষয় সত্য আর কোন কোন বিষয় সত্য নয়। মতবাদগত সত্যগুলি (বাইবেলের যে অংশগুলি মানুষের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা কি, তা বলে) বিশেষ ভাবে আমাদের উপকারে আসে, কারণ, তা আমাদের কাছে কোন একটা কিছু দাবী করে।

৯। ২ যোহন ১২ পদ পড়ুন। তারপর নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।

ক) এই পদটি কি কোন সত্য প্রকাশ করে ? .....

খ) যদি হ্যাঁ হয়, তবে, তা কি এমন কোন ব্যক্তিগত বিষয় বলে, যার সাথে আমার অথবা আপনার (বা-সকলের) যোগ থাকতে পারে ? ....

গ) এই পদটি, কি বিষয় বলে, তা নিজের কথায় লিখুন। .....

.....

১০। ২ যোহন ৯ পদ পড়ুন।

ক) এই পদটি, কি কোন সত্য প্রকাশ করে ? .....

খ) যদি হ্যাঁ হয়, তবে, তা কি এমন কোন ব্যক্তিগত বিষয় বলে যার সাথে আমার, আপনার, আমাদের বা সকলের যোগ থাকতে পারে ? ....

....

গ) এই পদটিতে যদি আমাদের জন্য কোন সত্য থাকে, তবে, তা কিভাবে বুঝা যায়? .....

.....

২ যোহন ৯ পদ, ২ যোহন ১২ পদ থেকে ভিন্ন। ২ যোহন ৯ পদে একটা সার্বজনীন বা চিরস্থায়ী নীতি আছে, যা ঐ চিঠি লেখার সময়ে যেমন সত্য ছিল, এখনও তেমনি সত্য। তোমরা যদি খ্রীষ্টের দেওয়া শিক্ষার সীমা ছাড়িয়ে যাও আর সেই শিক্ষার স্থির না থাক, তবে ঈশ্বর তোমাদের অন্তরে থাকেন না। ২ যোহন ১২ পদও সত্য, কিন্তু এই পদে কোন সার্বজনীন বা চিরস্থায়ী সত্য নাই, যা আজকের দিনে লোকদের ব্যক্তিগত জীবনে আরোপ করা যায়। তাই, বাইবেলের যে অংশগুলি সকল যুগের মানুষের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা ব্যক্ত করে, সেই শাস্ত্রাংশগুলির সাহায্যেই মতবাদ নির্ণয় করা হয়।

একমাত্র শাস্ত্রীয় শিক্ষাই বিবেকের উপর সরাসরি কর্তৃত্বের দাবী রাখে।

এই পাঠের শুরুতে আমরা বলেছি যে, মতবাদ হোল খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসের সার বা আসল বিষয়। এর মধ্যে কিছু অংশ আদেশ মূলক, যা আমাদের দৈনিক খ্রীষ্টিয় আচরনের বিষয় বলে। আপনি এবং আপনার আচরণ, এই দুটিকে সহজে আলাদা করা যায়না। খ্রীষ্টিয় সমাজে আপনি কি করতে পারেন আর কি করতে পারেন না, তা অনেক সময় বেশ তর্ক বা আলোচনার বিষয় হয়ে দাড়ায়। মাঝে মাঝে সামাজিক রীতিনীতির উপরও এগুলি অনেকটা নির্ভর করে, যার সাথে শাস্ত্রীয় আদেশের কোনই যোগ নেই।

চারটি বিষয়ের উপরে আপনার খ্রীষ্টিয় আচরণ স্থির করা হবে। এইগুলি হোলঃ সুস্পষ্ট বক্তব্য, যুক্তিমূলক বা ইংগিত দান-কারী বক্তব্য, চিরস্থায়ী নীতি, এবং বিবেক।

সুস্পষ্ট বক্তব্য, বুঝবার জন্য সবচেয়ে সহজ। বাইবেলে যা নিষেধ করা হয়েছে, আমাদেরও তা নিষেধ করা উচিত। নীচে এর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হোল।

১১। ইফিষীয় ৫ ঃ ৩-৫ পড়ুন। যে সকল বিষয় করতে নিষেধ করা হয়েছে সেগুলি লিখুন।

.....

.....

যুক্তিমূলক বা ইংগিত দানকারী বক্তব্য, সুস্পষ্ট বক্তব্যগুলির মত সহজে বুঝা যায় না। তবুও, এগুলি অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে। যেমন, পবিত্র শাস্ত্রে মাতলামি দোষের বিষয় বলে বলা হয়েছে। (দেখুন ১ করিন্থীয় ৫ ঃ ১১ পদ, ৬ ঃ ১০ পদ, ইফিষীয় ৫ ঃ ১৮, গালাতীয় ৫ ঃ ২১ পদ)। এ থেকে যুক্তি সংগত ভাবেই এই ইংগিত পাওয়া যাবে যে, যে সমস্ত মাদক ওষুধপত্র মানুষকে সাময়িক ভাবে মোহাচ্ছন্ন বা জ্ঞান হারা করে, সেগুলি কেবলমাত্র নেশার জন্য ব্যবহার করা দোষনীয়।

চিরস্থায়ী বা সার্বজনীন নীতিগুলি গুরুত্বপূর্ণ। তবে, এগুলি সুস্পষ্ট বক্তব্যগুলির মত সহজে বুঝা যায় না। উদাহরণ হিসাবে ইফিষীয় ৫ ঃ ১-২ পদ পড়ুন।

১২। ইফিষীয় ৫ ঃ ১-২ পদের সার্বজনীন বা চিরস্থায়ী নীতি দুটি আপনাকে কিরূপ আচরণ করতে বলে? (উত্তর আপনার নোট খাতায় লিখুন।

.....

১ করিন্থীয় ৮ অধ্যায়ে প্রতিমার কাছে উৎসর্গ করা খাবার সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে আপনি চিরস্থায়ী নীতি ও বিবেক এই দুটিরই উদাহরণ পাবেন। আপনি কি দৃষ্টিতে এদের দেখেন, তার উপরই পার্থক্য নির্ভর করে। প্রেরিত পৌলের দৃষ্টি দিয়ে আপনি একটা চিরস্থায়ী নীতি দেখতে পান। সেটি হোল, অন্যদের জন্য চিন্তা করা। পৌলের কাছে, প্রতিমার কাছে উৎসর্গ করা খাবার দোষের নয়। কিন্তু তার আশে পাশের লোকেরা এটাকে পাপ মনে করত, তাই, তাদের কথা চিন্তা করে তিনি তা খান নি। যারা এটাকে সত্যিই পাপ মনে করে, তারা যেন অসন্তুষ্ট না হয়, সেটাই ছিল তার উদ্দেশ্য (১ করিন্থীয় ৮ ঃ ১৩ পদ)।

১ করিন্থীয় ৮ঃ১০ পদে দুর্বল বিবেকের লোকদের বিষয় বলা হয়েছে, "তোমার তো' জ্ঞান' আছে, কিন্তু যার বিবেক দুর্বল সে যদি তোমাকে দেবতার মন্দিরে বসে খেতে দেখে, তবে সেও কি প্রতিমার কাছে উৎসর্গ করা খাবার খেতে উৎসাহ পাবে না?" এখানে একটা বিষয় লক্ষ্য করবার আছে। তা হোল, আপনি যদি কোন কিছুকে সত্যিই পাপ বলে মনে করেন (আমাদের আলোচিত মানদণ্ড অনুযায়ী তা পাপ হোক আর না-ই হোক), আর আপনি যদি তা করবার দ্বারা নিজ বিবেকের অবাধ্য হন, তবে আপনার সত্যিই পাপ হয়। কাজটি পাপ নয়, কিন্তু অবাধ্যতার মনোভাব পাপ।

১৩। কোন্ চারটি ক্ষেত্রে শাস্ত্রীয় শিক্ষা বিবেকের উপর সরাসরি কর্তৃত্বের দাবী রাখে?

.....

.....

১৪। কোন ধরণের শাস্ত্রাংশ (বামে) কোন্ কাজ করে (ডানে) দেখান।

...ক) যে শাস্ত্রাংশগুলি সকল মানুষের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছার কথা বলে।	১) ব্যক্তিগত আচরন নির্ণয় করে।
...খ) যে শাস্ত্রীয় শিক্ষাগুলি বিবেকের উপর সরাসরি কর্তৃত্বের দাবী রাখে।	২। মতবাদ নির্ণয় করে।
...গ) যে ব্যক্তিগত বার্তাগুলি স্থানীয় ভাবে প্রয়োজনীয়।	৩। এমন কতগুলি সত্য, যা সাময়ীক ভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

শাস্ত্রের বাস্তবধর্মিতা—

লক্ষ্য-৫ঃ বাইবেলের বাস্তবধর্মিতার দুটি দিক চিনে নেওয়া।

বাইবেল কতগুলি মজার মজার খবরের সংগ্রহ মাত্র নয়। বাইবেল বিজ্ঞানের বই নয়। বাইবেলের একটা মাত্র মূল বিষয় আছে-আমরা তা জেনেছি। এই মূল বিষয়টি হোল, যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস দ্বারা পরিত্রাণ লাভ। বাইবেলের বিষয় বস্তু অত্যন্ত সর্তক ভাবে বেছে বেছে ঠিক করা হয়েছে, যেন, সেগুলি পরিত্রাণের বার্তাটিকে তুলে ধরে। এমন কি যীশুর কাজ সম্বন্ধেও যোহন লিখেছেন যে,

যদি সব কিছু লেখা হোত হবে, "এত বই হোত যে, আমার মনে হয় সেগুলো এই জগতে ধরতো না" যোহন ২১ ঃ ২৫ পদ)। তাই বাইবেল অধ্যয়নের সময় আপনাকে মনে রাখতে হবে যে, তা অত্যন্ত বাস্তবধর্মি, অর্থাৎ আপনার জীবনে খাটানোর জন্য। এর মধ্যে অনেক খবর আছে, যা কেবল বাইবেলের যুগে এবং বাইবেলের সেই বিশেষ দেশেই খাটে। কিন্তু এর প্রধান বিষয়টি খুবই ব্যক্তিগত এবং ব্যবহারিক, কিভাবে পরিত্রাণ পেতে হবে, একজন খ্রীষ্ট বিশ্বাসী-রূপে কিভাবে জীবন যাপন করতে হবে, কিভাবে সুখবরের বার্তা অন্যদের বলতে হবে, ইত্যাদি।

১৫। নীচের উক্তি গুলির মধ্যে যেগুলি সত্য, সেগুলির বা পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

ক) বাইবেলের মূল বিষয়টি হোল, বিভিন্ন তথ্য জানান।

খ) বাইবেল কেবল মাত্র যীশুর কাজের বিবরণ আছে।

গ) বাইবেলের মূল বিয়ষটি হোল, যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে পরি-ত্রাণ লাভ।

ঘ) বাইবেল শাস্ত্রের বাস্তবধর্মি প্রকৃতি আমাদের বলে দেয় কিভাবে জীবন যাপন করতে হবে, এবং কিভাবে ঈশ্বরের সেবা করতে হবে।

ঈশ্বরীয় জ্যোতির প্রতি আমাদের দায়ীত্ব ঃ

লক্ষ্য-৬ ঃ নির্ভুলভাবে বাইবেলের কথা লোকদের কাছে বলার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারা।

বাইবেলে এমন একটি বার্তা আছে, যা জীবন-মৃত্যুর ব্যাপার। ঈশ্বরের বাক্য শোনবার অথবা বলবার মানে, মজার মজার খবর শুনে কান তৃপ্ত করা নয়, অথবা আপনি কত বেশী জানেন, তা সবাইকে দেখানো নয়। ঈশ্বরের প্রতি এবং তাঁর মণ্ডলীর প্রতি অন্তরে ভালবাসা নিয়ে এই কাজ করতে হবে। বাইবেলে যে খবর আছে তা সব মানুষেরই জানা প্রয়োজন। এই পাখিব জীবনের শেষে আমরা চির আনন্দ ভোগ করব, না চিরশাস্তি ভোগ করব? বাইবেলেই আমরা এর উত্তর পাই। ঈশ্বর সম্বন্ধে ও মানুষের মৃত্যুর পর যে জীবন সেই জীবন সম্বন্ধে সঠিক খবর একমাত্র বাইবেলই আমাদের দিতে পারে। মানুষকে সত্য শিক্ষা দিয়ে ঈশ্বরের পথে আপনার,

অথবা মিথ্যা কিম্বা অসতর্কভাবে শিক্ষা দিয়ে তাদের ভুল পথে নিয়ে যাবার ক্ষমতা আপনার আছে। তাই ঈশ্বরের বাক্য অবশ্যই সঠিক ভাবে বা নির্ভুল ভাবে প্রকাশ করতে হবে।

১৬। বাইবেলের বার্তা অত্যন্ত নির্ভুলভাবে বলা দরকার কেন?

.....

.....

পরিক্ষা—৩

১। ঠিক উত্তরগুলির বা পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন। মতবাদ ও ধর্ম্মতত্ব সম্পর্কে নীচের কোন্ কোন্ উক্তি সত্য ?

ক) মতবাদ ও ধর্ম্মতত্বের মধ্যে খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসের সকল শিক্ষা আছে।

খ) ধর্ম্মতত্বে ঈশ্বরের বিষয়, এবং মানুষ ও জগতের সাথে ঈশ্বরের যে সম্পর্ক, সেই সম্পর্কের বিষয় অধ্যয়ন করা হয়।

গ) সকল মতবাদই গ্রহণ করা যায়, যদি সেগুলি সরল মনে তৈরী করা হয়ে থাকে।

২। বাইবেলের আক্ষরিক অর্থ বলতে কি বুঝায় ?

ক) প্রত্যেকটি শব্দের কেবল একটি অর্থই হতে পারে।

খ) ভাষার স্বাভাবিক এবং সাধারণ ব্যবহার।

গ) একটি জিনিষের দ্বারা অন্য একটি জিনিষ বুঝানো।

৩। নীচের যে কথাগুলি ঠিক, সেগুলির বা পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

ক) নূতন নিয়মে ঈশ্বর যেভাবে নিজেকে প্রকাশ করেছেন, তার দ্বারা যে কোন শিক্ষা বা বিশ্বাসের পরীক্ষা করতে হবে।

খ) পুরাতন নিয়মের ব্যবস্থার দ্বারা যে কোন শিক্ষা বা বিশ্বাস যাচাই করতে হবে।

গ) কোন বিশেষ শাস্ত্রাংশের পূর্বাপর বিষয়ের অর্থ দ্বারা যে কোন শিক্ষা বা বিশ্বাসের পরীক্ষা করতে হবে।

ঘ) যুক্তির দ্বারা যে কোন শিক্ষা বা বিশ্বাসের পরীক্ষা করতে হবে।

ঙ) একমাত্র বাইবেলের ভিত্তিতেই যে কোন শিক্ষা বা বিশ্বাস গঠিত হবে।

চ) যে কোন নীতিমূলক বইয়ের সাহায্য নিয়ে বিভিন্ন শিক্ষা গঠন করা যায়।

সত্য-মিথ্যা। সত্য হলে বা পাশে 'স' ও মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

...৪। বাইবেলের কিছু অংশ সত্য।

...৫। বাইবেলের সবই সত্য।

...৬। বাইবেলের সবই আপনাকে ব্যক্তিগত পরিচালনা দেবার জন্য।

...৭। সুস্পষ্ট বক্তব্য, যুক্তিমূলক বা ইংগিত দান কারী বক্তব্য সার্বজনীন বা চিরস্থায়ী নীতি এবং বিবেক, খ্রীষ্টিয় আচরন নির্ধারণ করে।

...৮। একমাত্র সুস্পষ্ট বক্তব্যগুলিই খ্রীষ্টিয় আচরণ নির্ধারণ করে।

...৯। বাইবেলের বাস্তবধর্মি প্রকৃতি আমাদের কোন্ দুটি বিষয় শিক্ষা দেয়?.....

.....

১০। অন্যদের কাছে ঈশ্বরের বাক্য বলবার জন্য তা নির্ভুল হওয়া একান্তই দরকার কেন? (নিজের কথায় উত্তর লিখুন।)

.....

.....

পাঠের মধ্যকার প্রশ্নগুলির উত্তর ঃ

৮। ক-২) "একথা মনে কোরনা, আমি মোশির আইন-কানুন আর নবীদের লেখা বাতিল করতে এসেছি। আমি সেগুলো বাতিল করতে আসিনি, বরং পূর্ণ করতে এসেছি (মথি ৫ ঃ ১৭ পদ)।

খ-৩) "বাইরে থেকে যা মানুষের ভিতরে ঢোকে তা তাকে অশুচি করতে পারে না" (মার্ক ৭ ঃ ১৮ পদ)।

গ-১) "যা পাওয়া হয়নি তার জন্য যদি আমাদের আশা থাকে, তবে তার জন্য আমরা ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষাও করি (রোমীয় ৮ ঃ ২৫ পদ)।

১। ক-৩) মতবাদ।
খ-১) ধর্মতত্ত্ব।
গ-২) শাস্ত্রের ব্যবহার।

৯। ক) হ্যাঁ।
খ) না।
গ) যাদের কাছে চিঠি লেখা হয়েছিল, চিঠির শেষভাগে তাদেরই উদ্দেশ্যে একটি ব্যক্তিগত বার্তা

২। ক) সে অহংকারী, সে কিছুই বোঝেনা, ঝগড়া এবং তর্কাতর্কি করা তার স্বভাব।
খ) জাগতিক লাভের উপায় মনে করে।

১০। ক) হ্যাঁ।
খ) হ্যাঁ।
গ) এই পদটি আমাদের সাবধান করে এবং সান্তনা দেয়।

৩। খ) আলংকারিক বা রূপক ভাষার অর্থ প্রকাশের জন্য শব্দগুলির আক্ষরিক অর্থ প্রয়োজন।
গ) আক্ষরিক অর্থ হোল ভাষার স্বাভাবিক ও সাধারণ ব্যবহার।

১১। ব্যভিচার, অশুচিতা, লোভ, লজ্জাপূর্ণ আচার-ব্যবহার, বাজে এবং নোংরা ঠাট্টা-তামাশার কথাবার্তা।

৪। ক) যে লোক ভাল বীজ বুনেছিল।
খ) জমি।
গ) ভাল বীজ।
ঘ) শ্যামাঘাস।

১২। (১) আমাকে অবশ্যই ঈশ্বরকে জানতে হবে, আর সব রকম ভাবে তাঁর মত হতে চেষ্টা করতে হবে।
(২) খ্রীষ্ট যেমন ভালবাসা দেখিয়েছেন, আমাকেও তেমনি ভাল বাসার দ্বারা সব কাজ করতে হবে। (আপনার নিজের কথায়)

৫। ক) আক্ষরিক।
খ) আলংকারিক বা রূপক।
গ) আক্ষরিক।

১৩। সুস্পষ্ট বক্তব্য, যুক্তিমূলক বা ইংগিত দান কারি বক্তব্য, সার্বজনীন বা চিরস্থায়ী বক্তব্য এবং বিবেক।

৬। সব খাবারই খাওয়া যায়-নূতন নিয়মে যীশুর এই শিক্ষাটি আজকেও খাটে। একথা ঠিক কারণ এটা নূতন নিয়মের শিক্ষা, ঈশ্বর কি চান বা চান না, তা পুরাতন নিয়মের চাইতে নূতন নিয়মে আরো ভাল রূপে ও পূর্ণরূপে প্রকাশ করেছেনে। (আপনার নিজের কথায়)।

১৪। ক-২) মতবাদ নির্ণয় করে।

খ-১) ব্যক্তিগত আচরণ নির্ণয় করে।

৭। ক) পবিত্র অত্মার দানগুলি।

খ) পবিত্র আত্মার দানগুলির মন্দ ব্যবহার।

১৬। কারণ এই বাইবেলের বাক্যের উপরই সকল মানুষের স্বর্গে অথবা নরকে যাওয়া নির্ভর করে।

১৫। গ) বাইবেলের মূল বিষয়টি হোল, যীশু খ্রীষ্টের মধ্যে দিয়ে পরিত্রাণ লাভ।

ঘ) বাইবেল শাস্ত্রের বাস্তবধর্মি প্রকৃতি আমাদের বলে দেয়, কিভাবে জীবন যাপন করতে হয়, এবং কিভাবে ঈশ্বরের সেবা করতে হবে।